যে জন একমাত্র বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া হৃদয়ে কাম ( সংস্কার ) কর্ম্ম ও বীজ ( বাসনা ) উদ্‌গম হয় না, তিনি যে ভাগবতোত্তম—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১৯২।১৯৩॥

न যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জ্যতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥

জন্ম ( সৎকুল ), কর্ম্ম ( তপস্যাদি ), বর্ণ ( ব্রাহ্মণাদি ), আশ্রম ( সন্ন্যাসাদি ), জাতি ( অনুলোমজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতি )—এই সকলের দ্বারা যাহার এই স্থূলদেহে অহংভাব জন্মে না, অর্থাৎ আমি কুলীন, আমি তপস্বী, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সন্ন্যাসী, এই সকল মায়াময় অভিমানে মায়াময় দেহে যে আবিষ্ট হয় না কিন্তু ভগবৎসেবার উপযোগী নিজ অভীষ্ট সিদ্ধদেহে আসক্ত হয়েন, সেইজন শ্রীহরির প্রিয় অর্থাৎ ভাগবতোত্তম। পূর্ব্ব শ্লোকের সঙ্গে এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। যেহেতু উত্তম ভাগবতের লক্ষণ পরিচয় করানোই এই প্রকরণের উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ যতদিন পর্য্যন্ত উত্তম ভাগবত হইতে না পারা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীহরির প্রিয় হইতে পারা যায় না।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

যাহার বিত্ত-সম্পত্তিতে স্বীয়-পরকীয় ( নিজের পরের ) এই ভেদবুদ্ধি নাই, দেহে নিজপর এই ভেদজ্ঞান নাই অর্থাৎ যেমন বিত্ত-সম্পত্তিতে "এ সম্পত্তি আমার, এ সম্পত্তি পরের"—এই প্রকার আবেশশূন্য, সেইপ্রকার নিজদেহের প্রতিও 'এ দেহ আমার, ওটি পরের'—এই প্রকার ভেদদৃষ্টিতে কেবলমাত্র নিজদেহটিকে সুখী রাখিতে তৎপর, কিন্তু অন্য দেহের সুখ-দুঃখাদিতে সুখী-দুঃখী হন না—এই ভেদভাব যাহার হৃদয়ে জন্মে না। এইপ্রকার নিজ পক্ষপাতিত্বই নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিগত ভেদ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অথচ এইরূপ ভেদদৃষ্টিশূন্য হইয়া যে জন সর্ব্বভূতসুহৃৎ এবং শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম। অপর লক্ষণ—যিনি ত্রিভুবনের বিভবপ্রাপ্তির জন্যও নবনিমেষার্দ্ধ কালও ভগবৎপদারবিন্দ হইতে বিচলিত হন না, ক্ষণকালের জন্যও যাহার হরিস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না, তিনি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। আর হরিচরণস্মৃতি হইতে বিচলিত হইবেনই বা কেন? যেহেতু যাঁহারা ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, সেই সকল ব্রহ্মাদি দেবগণ যে চরণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সাধুসঙ্গ অথবা